

কিশোরকুমার

অভিনীত

প্রথম বাংলা ছবি



লাকোছবি

কিশোর কুমার প্রযোজিত ও অভিনীত

## প্রথম বাংলা ছবি

কিশোর ফিল্মস'এর

### লুকোছুরি

পরিচালনা : কমল মজুমদার      সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়  
কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : রূপক      গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন

#### রূপায়ণে

মালা সিন্‌হা, অন্নপকুমার, বিপিন গুপ্ত, রাজলক্ষ্মী, নবেন্দু ঘোষ, মনি চ্যাটার্জী, সতি দেবী, সীতা দেবী, নুপতি, অজিত, অসিত, অরবিন্দ, বিমল চন্দ্র, পূরবী, শচীন, শৈলেন, অমল, কেফো, বাণী, ভোলা, অরুণ, শ্রীভাত, রবি, রবান, জগদীশ, শম্ভু, সরোজ, শ্রীদাম, হিমাংশু, নন্দ, তিনু  
ও  
অনিতা গুহ

আলোকচিত্র : অলক দাশগুপ্ত      সম্পাদনা : ছবীকেশ মুখোঃ  
শিল্পনির্দেশ : সুধেন্দু রায়      কর্মাধ্যক্ষ : অনুপ শর্মা  
দেশ মুখোপাধ্যায়      ব্যবস্থাপনা : সত্যপ্রকাশ দাস  
সাজ : আলি, শান্তিশ      রামকুমার  
সজ্জা : সান্তারাম  
শব্দ গ্রহণ : ঈশান ঘোষ      রপকরণ : রমা দেবী

প্রধান সহকারী পরিচালক : বিমল ব্যানার্জী

#### সহকারিগণ

আলোকচিত্র : সুশীল রায়, নন্দ ভট্টাচার্য্য ।      শিল্পনির্দেশ : আয়েতোড়া  
সম্পাদনা : শ্রীধর মিশ্র, হরিরাম      ব্যবস্থাপনা : কৃষ্ণ কুমার  
সহকারী পরিচালক : অশোক রায়

#### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীর সৌজ্ঞেয় প্রাপ্ত "মায়াবন বিহারিণী" গানটির জন্ম আমরা  
চিরকৃতজ্ঞ ।

শ্রী রঞ্জিত পিকচার্স রিলিজ



জব্বলপুরের কুমার  
ওরফে বুদু র বদলি  
হওয়াটা কোন মতেই  
আটকানো গেল না ।  
বসে যাবার সব ঠিক ।  
কুমারের বাবা রমেশ  
চৌধুরী ও পিসীমার  
মোটাই ইচ্ছা ছিল না

বুদু বসে যায়, কারণ সেখানে বুদুর ভাই শংকর থাকে । আর শংকরের  
সাথে রমেশের মতবিরোধ হয়েছে এমনি আর্টিষ্ট মেয়েকে সে বিয়ে করতে  
চায় বলে । রমেশের ঘোরতর আপত্তি বুদু ও শংকরের মেলামেশায় ।  
কাজেই তিনি স্থির করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু জগদীশের বাড়ীতে বুদু থাকবে ।  
আলাপ পরিচয় না থাকার অজুহাতে বুদু সে ব্যবস্থাও নাকচ করল ।  
এবং বাবাকে না জানিয়ে শংকরের বাড়ীতে উঠল ।

প্রথম দিন অফিস যাবার পথে বুদু অর্থাৎ কুমারকে যথেষ্ট নাড়জ্বাল  
হ'তে হোল । একটি তরুণ কুমারকে বাসে চড়ে না দিয়ে কণ্ঠারের  
চোখ বাঁচিয়ে টপ করে বাসে উঠে পড়ে । ফলে কুমার জায়গা পায় না,  
এবং অফিস পৌঁছয় খুব দেরীতে । অফিস সুপারিনটেনডেন্ট-এর কাছে  
শুনতে হয় "You are too early for tomorrow" অপ্রস্তুত হোয়ে  
পড়ে কুমার । হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তারই পাশের টেবিলে বসে সেই  
বাসে দেখা চপলা মেয়েটি ফিক্‌ফিক করে হাসছে । বলাবাহুল্য কুমার  
বেশ চটে যায় মেয়েটির ওপর । মেয়েটি আর কেউ নয় জগদীশ-বস্ত্রা রীতা ।

বাড়ী ফিরে সে তার বোন গীতাকে জানায় একটি বোকা ছেলের কথা, যাকে বাসে চড়তে না দিয়ে সে নিজেই বাসে চড়েছে। গীতা সহাস্তে জানায় “প্রথমটাই সাংঘাতিক, ভুলতে সময় নেবে”। ওদিকে বাড়ী ফিরে যখন কুমার শংকরকে জানায় সমস্ত ঘটনা তখন শংকরও ঠাট্টা করে—এতো আর flat race নয় এ হচ্ছে hurdle race একটু আধটু বাধা বিপত্তি পেতেই হবে।

ধীরে ধীরে রীতার সাথে আলাপ হোয়ে যায় কুমারের। আলাপ ঘনিষ্ঠতার পর্যায় এসে দাঁড়ায়। একের কাজ অপরে করে দেয়। অফিসের প্রাচীরটা দুজনে ঠিক ধরে রাখতে পারে না। তারা ছুটির দিনে ঘুরে বেড়ায়। দেরী হোয়ে যায় বাড়ী ফিরতে। বকুনি খায় মার কাছে। তিনি উঠে পড়ে লেগে যান মেয়ের বিয়ের জন্ত।

ওদিকে গীতা ও শংকর দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সময় হলে, সুযোগ পেলে অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করবে। ততদিন পর্যন্ত একজন আরেক জনের পথ চেয়ে থাকবে।

রীতার মার তাগাদায় মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন জগদীশের বাল্যবন্ধু রমেশের পুত্র বুদ্ধু সংক্ষেপে। কিন্তু সে খবর তো আর পাত্র পাত্রীরা জানে না। রীতা পাঠাল গীতাকে মার কাছে—কুমার পাঠাল শংকরকে বাবার কাছে;—এ বিয়ে বন্ধ করবার জন্ত।

শংকর দেখল রীতার সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে কুমারের। খাঁনিকটা মজা করবার জন্ত সে খবরটা চেপে গেল। ওদিকে গীতা রীতার বিয়ে বন্ধ করবার কথা মাকে বলতে গিয়ে জানল রীতার মনের মালুমের সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মাকে বল “বিয়ের আয়োজন কর”।

কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল গীতা তারপর……হঠাৎ পুরুষজাতের প্রতি তার মন ঘূণায় ভরে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে গীতার মন ভেঙ্গে গেল।

বিয়ের সময় শুভদৃষ্ট শুভ হোল। রীতা পেল কুমারকে—দুঃখের পরে এল সুখ। আর গীতা কী পেল? চিরকালের জন্ত কি সে নিভে গেল? বসন্ত কি ডাক দিয়েও এল না? এ লুকোচুরির বিরাম কি হোলো না?



## গান

### শংকর ও গীতার গান

(গায়ক : কিশোর ও রুমা)

মায়াবন বিহারিণী হরিণী  
গহন স্বপন সংহারিণী  
কেন তারে ধরিবারে করি পণ  
অকারণ—

থাক থাক নিজমনে দুরেতে  
আমি শুধু বাঁশরীর সুরেতে  
পরশ করিব ওর প্রাণ মন  
অকারণ—

চমকিবে কাণ্ডের পবনে  
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে  
চিত্ত আকুল হবে অনুখন  
অকারণ—

দূর হতে আমি তারে মাধিব  
গোপন বিরহ ডোরে বাঁধিব  
বাঁধন বিহীন সেই যে বাঁধন  
অকারণ—

### কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

এক পলকের একটু দেখা  
আরও একটু বেশী হলে ক্ষতি কি?  
যদি কাটেই প্রহর পাশে বসে  
মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি?

মিষ্ট হাসির দুটু নিতে  
ভালোই লাগে সাড়া দিতে  
স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে,  
দিনগুলি সব যাকনা চলে ক্ষতি কি?

হলই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়,  
এবার আড়ালটুকু সরে গেলে  
হয়গো ভালো হয়।

এড়িএ যাওয়ার ছলনাতে,  
দেয় সে ধরা ইশারাতে  
কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায়,  
যদি আমার হৃদয় দোলে ক্ষতি কি?

## কুমারের গান

( গায়ক : কিশোর কুমার )

শিং নেই তবু নাম তার সিংহ

ডিম নয় তবু অঞ্চ ডিহ !

গায়ে লাগে ছাঁকা ভাঁচাচ্যাকা

হাধা হাধা

ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্

দাও ভাই নাকে এক টিপ্ নসি

খাও তারপরে এক মগ লসি ।

লাগে ঝুড়ি ঝুড়ি সুড়সুড়ি হাঁচাচো হাঁচাচো

ছিঁক্ ছিঁক্ ছিঁক্ ছিঁক্

দুই পায়ে পরে নাগ্না

যাও নয় হেঁটে আগ্না

আমতলা আমতলা নিমতলা পথে পাবে

নম্ব নয় এতে ঠাটা

খাও পেট ভরে গাঁটা ।

কাচকলা কানমলা খাও তুমি কত বাবে

টক টক টক টরে টকা

আর কত দূরে বোগদাদ মকা

গোল গোল বিসু নন্দি

দিন রাত আঁটে ফন্দি

ঝুড়ি ঝুড়ি ভুরি ভুরি বড় বড় কথা বলে

তাগড়াই বেঁটে বড়দা

খায় পান সাথে জর্দা

গুলবাজি ডিগবাজী রকবাজী শুধু চলে

এ বাড়ীর খেঁদী চায় তুরু কুচকে

ও বাড়ীর খেঁদা হাসে মুখ মুচকে

গায়ে লাগে ছাঁকা ভাঁচাচ্যাকা হাধা হাধা

ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক ।

## কুমার ও রীতার গান

( গায়ক : কিশোর ও গীতা রায় )

শুধু একটু খানি চাওয়া

আর একটুখানি পাওয়া ।

সেই আবেশে হোকনা মধুর

আমার এ গান গাওয়া ।

নদী যেমন করে এসে

নীল সাগরে মেশে

যেমন করে দূর আকাশে মাটির

মিশে যাওয়া ।

তেমনি করেই হোকনা মধুর

তোমায় কাছে পাওয়া

শুধু একটুখানি চাওয়া.....

জানিনা কোথায় ভেসে যাই

কোন সুদূরে কোথায় দুজন

হারিয়ে যেতে চাই

কোন সে কুলে শেষ হবে এই

সোনার তরী বাওয়া ।

শুধু একটু খানি চাওয়া.....

এই স্বপ্ন ভরা দেশে,

যাকনা কেন হেসে,

নতুন গানের স্বরলিপী লেখে দখিন হাওয়া

ছলে তারই হোক না মধুর

তোমায় কাছে পাওয়া ।

## শংকর ও গীতার গান

গায়ক : কিশোর ও রুমা

এই তো হেখায় কুঞ্জ ছায়ায়,

স্বপ্ন মধুর মোহে,

এই জীবনে যে কটি দিন পাবে,

তোমায় আমায় হেসে খেলে,

কাটিয়ে যাব দৌঁছে

স্বপ্ন মধুর মোহে ।

কাটবে প্রহর তোমার সাথে,

হাতের পরশ রইবে হাতে,

রইবে জেগে মুখোমুখি

মিলন আগ্রহে,

স্বপ্ন মধুর মোহে ।

এই বনেরই মিষ্টি মধুর শান্ত ছায়া ঘিরে,

মৌমাছির আসর তাদের জমিয়ে

দেবে জানি,

গুল্লরণের নীড়ে আসর জমিয়ে দেবে জানি,

অভিসারের অভিলাষে,

রইবে তুমি আমার পাশে,

জীবন মোদের যাবে ভরে রঙের সমারোহে

স্বপ্ন মধুর মোহে ॥

## আবহ-সংগীত

( গায়ক : হেমন্ত মুখার্জী )

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমার পিছু ডাকে

স্মৃতি যেন আমার হৃদয়ে বেদনার,

রঙে রঙে ছবি আঁকে ।

মনে পড়ে যায়—মনে পড়ে যায়,

মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখারও স্মৃতি

মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি,

দুজনার দুটি পথ মিশে গেল এক হোয়ে,

নতুন পথের বাঁকে ॥

সে এক নতুন দেশে,

দিনগুলি ছিল যে মুখের কত গানে,

সেই সুর কাঁদে আজ আমার প্রাণে,

ভেঙে গেছে হায় ভেঙে গেছে হায়,

ভেঙে গেছে আজ সেই মধুর মিলন মেলা,

ভেঙে গেছে আজ সেই হাঁসি আর

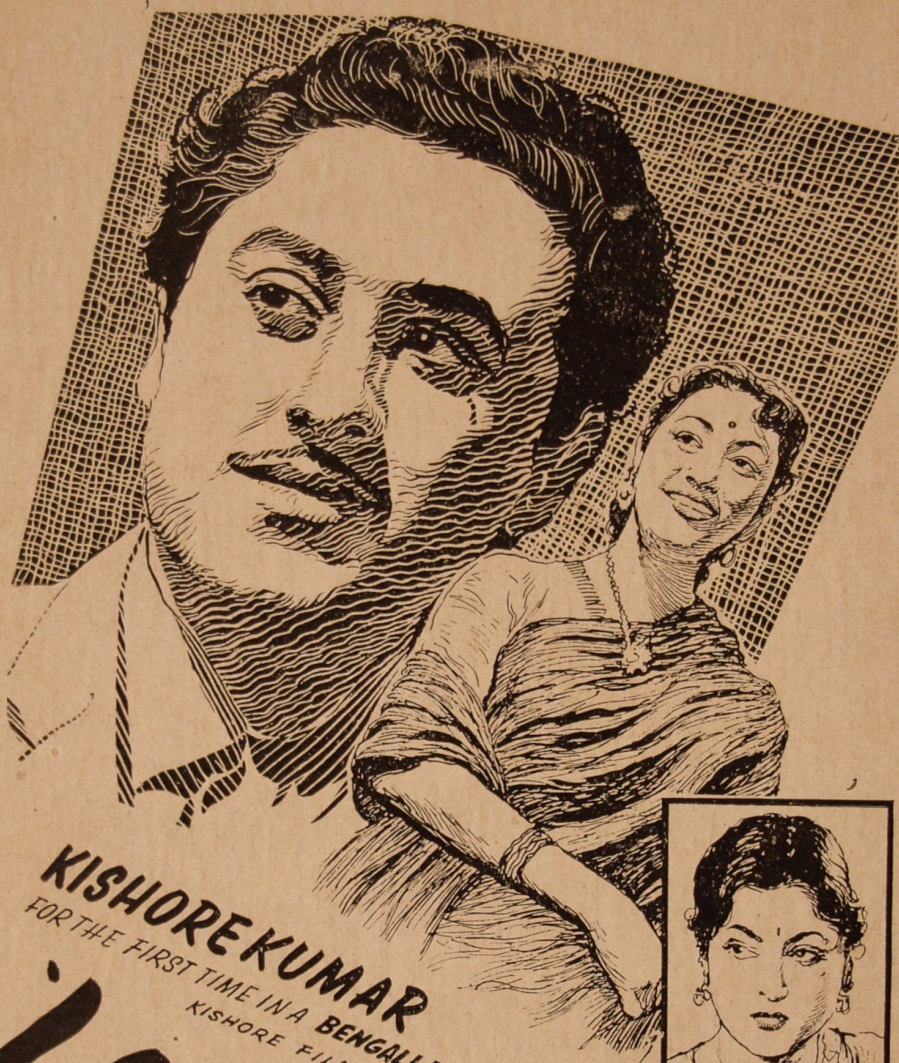
রঙের খেলা—

কোথায় কখন কবেকোন তারিখের গেল

আকাশ কি মনে রাখে ।



কিশোর কুমার  
প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছবি



**KISHOREKUMAR**

FOR THE FIRST TIME IN A BENGALI PICTURE  
KISHORE FILMS'

# LOOKO CHOORI!

with  
**MALASINHA-ANITA GUHA**  
**BIPINGUPTA-RAJLAKSHMI**  
**ANUPKUMAR (BOMBAY)-AJIT-NRIPATI**  
Direction-KAMAL MAZUMDAR  
Music-HEMANTA MUKHERJI

PARASHMALL DIPCHAND Release

CAPS/S.B.

কিশোরকুমার অভিনীত প্রথম বাংলা ছবি

# লুকাছুরি



কিশোর কুমার প্রযোজিত ও অভিনীত  
প্রথম বাংলা ছবি

কিশোর ফিল্মস'এর

“লুকোচুরি”

পরিচালনা : কমল মজুমদার      সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়  
কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য : রূপক      গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন

রূপায়ণে

মালা সিন্‌হা, অনুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, রাজলক্ষ্মী, নবেন্দু ঘোষ, মনি চ্যাটার্জী, সতি দেবী, সীতা দেবী, নৃপতি, অজিত, অসিত, অরবিন্দ, বিমল চন্দ্র, পূর্ববী, শচীন, শৈলেন, অমল, কেফো, বাণী, ভোলা, অরুণ, প্রভাত, রবি, রবীন, জগদীশ, শম্ভু, সরোজ, শ্রীদাম, হিমাংশু, নন্দ, তিনু

ও

অনিতা গুহ

আলোক চিত্র : অলক দাশগুপ্ত      সম্পাদনা : স্রীকেশ মুখোঃ  
শিল্পনির্দেশ : সুরেন্দ্র রায়,      কর্মাধ্যক্ষ : অনুরূপ শর্মা  
দেশ মুখোপাধ্যায়  
সাজ : আলি, শক্তি      বাবস্থাপনা : সত্যপ্রকাশ দাস  
সজ্জা : সান্তারাম      রামকুমার  
শব্দ গ্রহণ : ঈশান ঘোষ      রপকরণ : রুমা দেবী  
প্রধান সহকারী পরিচালক : বিমল ব্যানার্জী

সহকারিগণ

আলোকচিত্র : সুনীল রায়, নন্দ ভট্টাচার্য,      শিল্পনির্দেশ : আয়েতোড়া  
সম্পাদনা : শ্রীধর মিশ্র, হরিরাম      বাবস্থাপনা : রুণ্ড কুমার  
সহকারী পরিচালক : অশোক রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্মে শ্রাপ্ত “মায়াবন বিহারিণী” গানটির জন্ম আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

পরশমল দীপটান্ড রিলিজ



কাহিনী

জবলপুরের কুমার  
ওরফে বুদ্ধুর বদলি হওয়াটা  
কোন মতেই আটকানো  
গেল না। বন্ধে যাবার সব ঠিক্।

কুমারের বাবা রমেশ চৌধুরী ও পিসীমার  
মোটাই ইচ্ছা ছিল না বুদ্ধু বন্ধে যায়, কারণ সেখানে বুদ্ধুর ভাই শংকর থাকে।  
আর শংকরের সাথে রমেশের মতবিরোধ হয়েছে একটি আর্টিস্ট মেয়েকে সে  
বিয়ে করতে চায় বলে। রমেশের ঘোরতর আপত্তি বুদ্ধু ও শংকরের  
মেলামেশায়। কাজেই তিনি স্থির করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু জগদীশের বাড়ীতে  
বুদ্ধু থাকবে। আলাপ পরিচয় না থাকার অজুহাতে বুদ্ধু সে ব্যবস্থাও  
নাকচ্ করল। এবং বাবাকে না জানিয়ে শংকরের বাড়ীতে উঠল।

প্রথম দিন অফিস্ যাবার পথে বুদ্ধু অর্থাৎ কুমারকে যথেষ্ট নাজেহাল  
হ'তে হোল। একটি তরুণী কুমারকে বাসে চড়তে না দিয়ে কণ্ডাক্টরের  
চোখ বাঁচিয়ে উপ্ করে বাসে উঠে পড়ে। ফলে কুমার জায়গা পায় না,  
এবং অফিন্ পৌঁছয় খুব দেরীতে। অফিস স্ত্রপারিনটেনডেন্টের কাছে  
শুনতে হয় “You are too early for tomorrow”. অপ্রস্তুত  
হোয়ে পড়ে কুমার। হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তারই পাশের টেবিলে বাসে  
সেই বাসে দেখা চপলা মেয়েটি ফিক্ফিক্ করে হাসছে। বলাবাহুল্য কুমার  
বেশ চটে যায় মেয়েটির ওপর। মেয়েটি আর কেউ নয় জগদীশ-কন্যা রীতা।  
বাড়ী ফিরে সে তার বোন গীতাকে জানায় একটি বোকা ছেলের কথা, যাকে  
বাসে চড়তে না দিয়ে সে নিজেই বাসে চড়েছে। গীতা সহাস্তে জানায়  
“প্রথমটাই সাংঘাতিক, ভুলতে সময় নেবে”। ওদিকে বাড়ী ফিরে যখন  
কুমার শংকরকে জানায় সমস্ত ঘটনা তখন শংকরও ঠাট্টা করে—এতো আর  
flat race নয় এ হচ্ছে hurdle race একটু আধটু বাধা বিপত্তি  
পেতেই হবে।

ধীরে ধীরে রীতার সাথে আলাপ হোয়ে যায় কুমারের। আলাপ  
ঘনিষ্ঠতার পর্যায় এসে দাঁড়ায়। একের কাঙ্ অপরে করে দেয়। অফিসের  
প্রাচীরটা দুজনকে ঠিক ধরে রাখতে পারে না। তারা ছুটির দিনে ঘুরে

বেড়ায়। দেৱী হোয়ে যায় বাড়া ফিৰতে। বকুনি খায় মার কাছে। তিনি উঠে পড়ে লেগে যান মেয়ের বিয়ের জন্ত।

ওদিকে গীতা ও শংকর দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সময় হলে, সুযোগ পেলৈ অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে করবে। ততদিন পর্যন্ত একজন আৰেক জনের পথ চেয়ে থাকবে।

রীতার মার তাগাদায় মেয়ের বিয়ের ঠিক করলেন জগদীশের বালাবন্ধু রমেশের পুত্র বুদ্ধুর সংগে। কিন্তু সে খবর তো আর পাত্র পাত্রীরা জানে না। রীতা পাঠাল গীতাকে মার কাছে—কুমার পাঠাল শংকরকে বাবার কাছে;—এ বিয়ে বন্ধ করবার জন্ত।

শংকর দেখল রীতার সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে কুমারের। খানিকটা মজা করবার জন্ত সে খবরটা চেপে গেল। ওদিকে গীতা রীতার বিয়ে বন্ধ করবার কথা মাকে বলতে গিয়ে জানল রীতার মনের মানুষের সাথেই বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। মাকে বলি “বিয়ের আয়োজন কর”।

কিন্তু ভেঙ্গে পড়ল গীতা তারপর.....হঠাৎ পুরুষজাতির প্রতি তার মন যুগায় ভরে উঠল। কিন্তু হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে গীতার মন ভেঙ্গে গেল।

বিয়ের সময় শুভদৃষ্টি শুভ হোল। রীতা পেল কুমারকে—দুঃখের পরে এল সুখ। আর গীতা কী পেল? চিরকালের জন্ত কি সে নিভে গেল? বসন্ত কি ডাক দিয়েও এল না? এ লুকোচুরির বিৰাম কি হোলো না?

## সঙ্গীতাংশ

### শংকর ও গীতার গান

(গায়ক : কিশোর ও রুমা)

মায়াবন বিহারিণী হরিণী  
গহন স্বপন সঙ্গারিণী  
কেন তারে ধরিবারে করি পণ  
অকারণ—

থাক থাক নিজমনে ছুরেতে  
আমি শুধু বাঁশরীর স্বরেতে  
পরশ করিব ওর প্রাণ মন  
অকারণ—

চমকিবে ফাগুণের শবনে  
পশীবে আকাশবাণী শ্রবনে  
চিত্ত আকুল হবে অনুখন  
অকারণ—

দূর হতে আমি তারে বাধিব  
গোপন বিবহ ডোরে বাধিব  
বাধন বিহীন সেই যে বাধন  
অকারণ—

### কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

এক পলকের একটু দেখা  
আরও একটু বেশী হলে ক্ষতি কি ?  
যদি কাটেই অহর পাশে বসে  
মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি ?

মিষ্টি হামির দুষ্টমিতে  
ভালোই লাগে মাড়া দিতে,  
স্বপ্নে হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে,

দিনগুলি সব থাক্‌না চলে ক্ষতি কি ?  
হলই যখন পথে যেতে হঠাৎ পরিচয়,  
এবার আঁড়ালটুকু সরে গেলে হয়গো ভালো হয়।  
এডিএ যাওয়ার ছলনাতে,  
দেয় সে ধরা ইশারাতে,  
কিছু পাওয়ার চঞ্চলতায়,

যদি আমার হৃদয় দোলে ক্ষতি কি ?

### কুমারের গান

(গায়ক : কিশোর কুমার)

শিং নেই তবু নাম তার সিংহ  
ডিন নয় তবু অব ডিথ





গায়ে লাগে ছাাকা ভ্যাচাচাকা হাষা হাষা  
 টিক্ টিক্ টিক্ টিক্  
 দাও ভাই নাকে এক টিপ্ নস্তি  
 খাও তারগরে এক মগ লস্তি  
 লাগে ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুড়ি হ্যাঁচো হ্যাঁচো  
 ছিক্ ছিক্ ছিক্ ছিক্  
 দুই পায়ে পরে নাগ্রা  
 যাও নয় হেঁটে আগ্রা  
 জান্তলা আম্তলা নিম্তলা পথে পাবে  
 নয় নয় এতে ঠাট্টা  
 খাও পেট ভরে গাঁট্টা  
 কাচকলা কানমলা খাও তুমি কত খাবে  
 টক্ টক্ টক্ টক্ টক্  
 আর কত দূরে বোগদাদ মক্কা  
 গোল গোল বিশু নন্দি  
 দিন রাত আঁটে ফন্দি  
 ঝুড়ি ঝুড়ি ভুরি ভুরি বড় বড় কথা বলে  
 তাগড়াই বেঁটে বড়দা  
 খায় পান মাখে জুদা  
 গুস্বাজি ডিগবাজী রক্বাজী শুধু চলে  
 এ বাড়ীর খেদী চায় ভুর কুচকে  
 ও বাড়ীর খেদা হাসে মুখ মুচকে  
 গায়ে লাগে ছাাকা ভ্যাচাচাকা হাষা হাষা  
 টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ ।

## কুমার ও রীতার গান

( গায়ক : কিশোর ও গীতা রায় )

শুধু একটু খানি চাওয়া  
 আর একটুখানি পাওয়া ।

সেই আবেশে হোকনা মধুর  
 আমার এ গান গাওয়া ।

নদী যেমন করে এসে,

নৌ সাগরে মেশে,

যেমন করে চর থাকাবে মাটির মিশে যাওয়া ।

তেমন করেই হোকনা মধুর তোমায় কাছে পাওয়া

শুধু একটুখানি চাওয়া.....

জানিনা কোথায় ভেসে বাই

কোন হৃদয়ে কোথায় তুজন

হারিয়ে যেতে চাই

কোনসে কুলে শেব হবে এই সোনার তরী বাওয়া ।

শুধু একটু খানি চাওয়া.....

এই স্বপ্ন ভরা দেশে,

বাকনা কেন হেসে,

নতুন গানের স্বরলিপি লেখে দখিন হাওয়া

চন্দে তারই হোক না মধুর তোমায় কাছে পাওয়া ।

## শংকর ও গীতার গান

গায়ক : কিশোর ও কমা )

এই তো হেথায় কুঞ্জ ছায়ায়,

স্বপ্ন মধুর মোহে,

এই জীবনে যে কটি দিন পাব,

তোমায় পামায় হেসে গেলে,

কাটিয়ে যাব দৌড়ে

স্বপ্ন মধুর মোহে ।

কাটবে প্রহর তোমার সাথে,

হাতের পরশ রইবে হাতে,

রইবে জেগে মথোমথি

মিলন আগ্রহে,

স্বপ্ন মধুর মোহে ।

এই বনেরই মিলি মধুর শাস্ত ছায়া ঘিরে,

মৌমাছির আসর তাদের জমিয়ে দেবে জানি

গুঞ্জরণের মীড়ে আসর জমিয়ে দেবে জানি,

অস্তিসারের অভিনাবে,

রইবে তুমি আমার পাশে,

জীবন মোদের যাবে ভরে রঙের সমারোহে

স্বপ্ন মধুর মোহে

## আবহ সংগীত

( গায়ক : হেমন্ত মুখার্জী )

মুছে বাওয়া দিনগুলি আমার পিছু ডাকে,

শ্রুতি যেন আমার জগদে বেদনার,

রঙে রঙে ছবি আঁকে ।

মনে পড়ে যায়—মনে শড়ে যায়,

মনে পড়ে যায় সেই প্রথম দেখারও স্মৃতি,

মনে পড়ে যায় সেই হৃদয় দেবার তিথি,

ছজনার গুটি পথ মিশে গেলে এক তোয়ে,

নতুন পশ্চের বাঁকে ।

সে এক নতুন দেশে,

দিনগুলি ছিল যে মৃগর কত গানে,

সেই স্বর কাদে আজি আমার শ্রাণে,

ভেঙে গেছে হায় ভেঙে গেছে হায় ।

ভেঙে গেছে আজ সেই মধুর মিলন মেলা,

ভেঙে গেছে আজ সেই হাঁসি আর রঙের খেলা,

কোথায় কখন কবে কোন তারার করে গেল,

আকাশ কি মনে রাখে ।



বাংলার নব চিত্রযুগে  
আর একটি অক্ষয়  
পদক্ষেপের আভাষ দিচ্ছে

লা লু

ভু লু



পরিচালনা : অগ্রদূত  
কাহিনী : চিত্রনাট্য ও গান :  
বাণভট্ট শৈলেন রায়  
সঙ্গীত : রবীন চ্যাটার্জী  
শ্রে: অনেকেই !